প্রকাশনার ৩৭ বছর

রোববার

৩৭ বর্ষ ॥ ০৫ সংখ্যা ॥ ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ ॥ মুল্য ১০ টাকা

সমাধানের পথ
সবারই জানা,
কিন্তু...

যা করা দরকার তাই করবে পুলিশ দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর!

প্রসঙ্গ সহিংসতা দমন

রোববার

এ সপ্তাহের আয়োজন

সূচি

>> ১১

সমাধানের পথ সবারই জানা, কিন্তু...

>> ১৫

যা করা দরকার তাই করবে পুলিশ দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর!

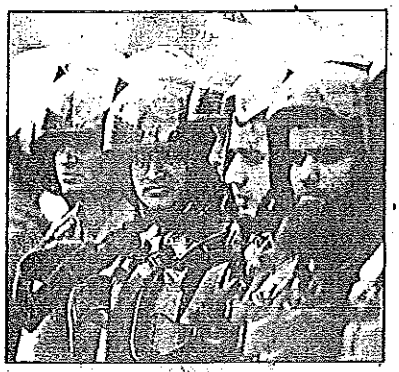

>> ২২

গণতান্ত্রিক অধিকার বেশি দিন দমন করা যায় না

সম্পাদকের কথা ৪

চিঠিপত্র ৫

গেলো সপ্তাহ ৭

সম্ভাবনার সকল দুয়ার বন্ধ করো না ১৩

ওবামার ভারত সফর নতুন অধ্যায় রচনা করুক ১৫

সুপ্রিম কোর্টের রায়ের সমালোচনায় প্রধানমন্ত্রী ২৭

চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা বনাম নতুন মুদ্রানীতি বাস্তবায়ন ২৮

হরতাল-অবরোধ ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় ৩০

কোকোর মৃত্যু ও আরো কিছু ঘটনা ৩১

বিপন্ন নদ-নদী ৩৩

বানারীপাড়ায় ১৭টি ইট ভাটার বিরুদ্ধে বন উজাড় করার অভিযোগ ৩৫

অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় মেড ইন জিঞ্জিরা বিশাল ভূমিকা রাখতে পারে ৩৬

আমাদের বাঙালি সত্তার প্রতীক শহীদ মিনার ও পিয়ারু সরদার ৩৭

সিনোরিটা, বাড়ে বাড়ে দেশো মে...ইউ নো হোয়াট আই মিন : ওবামা ৩৮

মেরুদণ্ডে আঘাত হেনেছে হরতাল-অবরোধ ৩৯

ফরমালিনমুক্ত খাবার আদৌ কি আছে? ৪০

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট নিরসন জরুরি ৪১

স্বাস্থ্য ৪২

কবিতা ৪৪

গল্প ৪৬

সংগঠন ৪৯

গ্ল্যামার জগৎ ৫৩

বলিউড ৫৫

হৃদয়ের কথা ৫৭

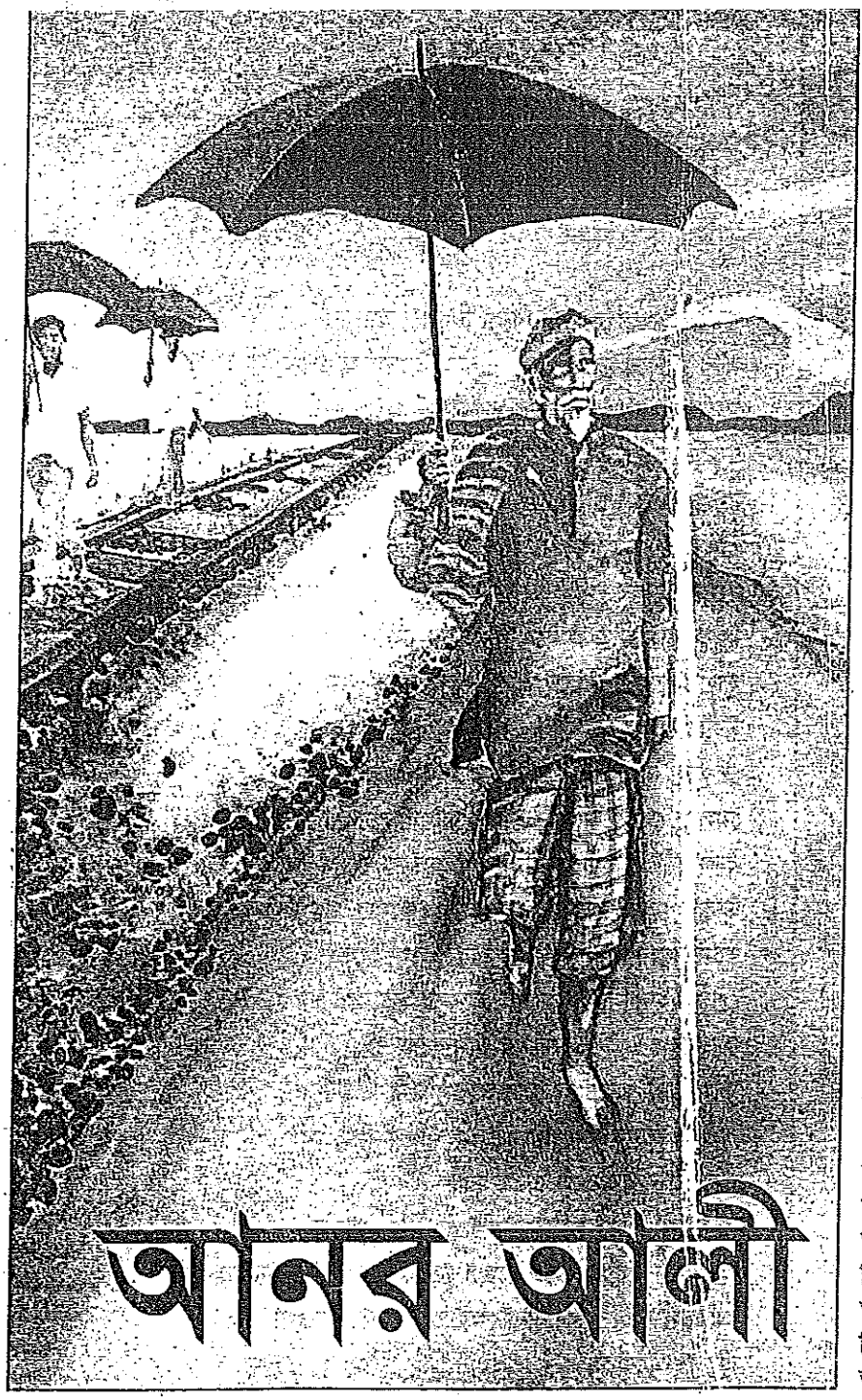

আনর আলী

আবদুস সাত্তার

ছাগলটার জন্য একটু ঘাস ভরা খেত পেতে অনেকক্ষণ সময় লাগল তার। অনেক দিনের খরায় মাঠেঘাটে সব ঘাস যেন পুড়ে গেছে। এই সকালে বনের গাছ গাছালি আর জাম গাছের পাতার ফাঁকে মৃদু রোদ এসে বেধে তার চোখে। হাতে রাখা মুগুরটা দিয়ে আজ দড়ির খুটাটা একটু শক্ত করে পুঁতে সে। আগলা খুটোয় সেদিন ছাগলটা গগন আলীর মরিচ খেতের কী সর্বনাশ করেছে। কড়ায় গ-ায় দেড় টাকা লেগেছে খোঁয়াড় থেকে ছাগল ছুটিয়ে আনতে। ভোরের ঘাসে আজ রাতের কুয়াশার নির্ভুল সঙ্কেত। দু'একটা জামও গাছে পেকে নেই। গ্রামে দুষ্ট ছেলের অভাব নেই, অভাব নেই প্রতিপক্ষের। তাই উঁচু ডালে বা পাতার ফাঁকেই যদি দু'একটা পাকা জামের সন্ধান মেলে। বেলা বয়ে যায়। হিসাব মতো আটটা, নয়টা বাজার খবর পৌঁছে যায় আনর আলীর মনে। মাথাসম কাশবনের পাশ কাটিয়ে কানে খোঁচা বিড়িটা ধরিয়ে নেয় আনর। বিড়ি ধরানোর গন্ধটা বড় ভালো লাগে তার। আজ খেত নিড়ানোর কাজটাও তেমন নেই। রোজকার মতোই ভোর। কোন নতুন কিছু নয়। বাড়ি ফেরার পথে রতনপুর বাজারে প্রায়ই কাজল মিয়ার চায়ের দোকানে বেঞ্চজুড়ে বসে আনর আলী। বাজারে সারি সারি রকমারি দোকান। পাশের দোকান থেকে তেলে ভাজা বড়ার গন্ধ ছড়িয়ে দেয় বারেক মিয়া। যেমন নরম তেমনই গাল ভরা স্বাদ। এক কাপ চা আর দুইটা বড়া। কী যে মজা! তবে সব দিনই এ রকম মজা খোঁজা সম্ভব নয়। যা দিনকাল, একটা বড়ার দাম দুই পয়সা। পাশেই কায়সার মিয়া চটি পেতে হাঁকছে তার ভেষজ ওষুধের গুণাগুণ। শরীরের বিষ, বাত, চাবানি, সবই মুহূর্তে সেরে যায় তার ওষুধ সেবনে। বিফলে দাম ফেরতের অঙ্গীকার করে গলা ফাটিয়ে। রাস্তাতে রিকশাওয়ালা দাম হাঁকে ভোলা শহরে যাওয়ার। বেশ জায়গা এটা। খোলামেলা। গান বাজছে, রিকশা আসছে যাচ্ছে। মানুষ কত সুখ দুঃখের আলাপ করছে। এখানে বসেই কত কি দেখে সময় কেটে যায় আনর আলীর। হন্তদন্ত আমাদের কয়েকজনকে দেখে আনর আলী ডাকে অই মুন্সী বাড়ির পোলাপান, কই যাও?

স্কুলে যাই।

উত্তম কাজ।

জাহাঙ্গীর তোমার হাতে এইডা কী বই?

দিনিয়াত।

তুমি কোন কেলাসে পড়ো?

থ্রিতে।

ভালা, বেশ ভালা। তোমগো ধর্ম পড়ায় কে?

একাব্বর ছ্যারে।

আর ইতিহাস?

থ্রিতে ইতিহাস পড়ায় না।

হায়, হায়, এ কেমন তালিম! বাপ, দাদা, দেশ, দশের ইতিহাস না জানার কারণই দেশটা গোল্লায় গেছে। অঙ্ক, টঙ্ক, পারনি?

পারি, আমি অঙ্কে একটু কাঁচা।

চিন্তা কি? তুমি মুন্সী বাড়ির পোলা। এউগা মাস্টর ঠিক করি লও।

বাবা প্রত্যেকদিন অঙ্ক করান। দোয়া কইরো আনর, পরের মাসে অঙ্ক পরীক্ষা।
আরে মিয়া আমি কী দোয়া করুম। ফিরোজার মা- চিননি?
না।
ধর্মে কর্মে খুব ভালা। শাদার অভাবে ঠিক মতো পানও খাইতে পারে না। এউগা শাদা কিনি দিও। দুই পৈসা লাইগবো। দোয়া কুরলে অঙ্কে পাস অই যাইবা। আর যদি দুগা শাদা দিতে পারো তো কথাই নাই। যত দান খরাত করা যায় ততই সওয়াব।
কথাটা খুব মনে ধরে জাহাঙ্গীর মিয়ার। শাদা যদি দিতেই হয় তবে একটা নয়, দুটাই। পয়সা খরচ হবেই যখন তখন বেশি দোয়া খায়ের নিয়ে অঙ্কে পাস করাই বুদ্ধিমানের কাজ। এক আনা! এত সহজে যোগাড় করা সম্ভব নয়। বাড়ি থেকে অনিয়মিত টিফিনের বরাদ্দে এক আনা যোগাড় বেশ সময়ের ব্যাপার।
ফিরোজার মা কোথায় থাকে আনর?
শবিপুর গ্রামে। দপাদার বাড়ির দক্ষিণ পাশে।
তাইলে শাদা দিমু কেমনে।
চিন্তা নাই। আমারও নিজের কিছু মানত আছে। এক ঢিলে দুই পাখি। দুই জনের মানত একসাথে পৌঁছাই দিমু।
সপ্তা কেটে যায়। আনর আলী তাগাদা দিয়েই চলে।
আমার পৈসা অনেক আগেই পৌঁছাই দিতাম জাহাঙ্গীর। কেবল তোমার পৈসার লাগিই অপেক্ষা।
একদিন জাহাঙ্গীর মিয়া এক আনা পয়সা এনে দেয় আনর আলীর হাতে। আনর হো হো করে খুব হাসে।
বুঝলা জাহাঙ্গীর কামেল মানুষের দোয়া তোমার পক্ষে পাহাড় অই খারাইব।
জাহাঙ্গীর আশান্বিত হয়ে বলে, আমারও হেই রকম মনে হয়।
দেও, দেও। তাড়াতাড়ি দেও। দান, ছক্কাত গোপন রাখিও। লোকে জানাজানি কইরলে ফয়দা থাকে না।
ঠিক আছে। আনর তাড়াতাড়ি কাজ কইরো। পরের সপ্তায় পরীক্ষা।
চিন্তা নাই। আইজ রাইতেই কাজ শেষ।
পরীক্ষার ফল বের হবার দিন জাহাঙ্গীর মিয়ার শরীর একবারেই ঠা-া হয়ে যায়। গলার স্বর ফুটে না। বস্মিরণ হয়ে যাওয়া কথাটা পট করে যেন মনে পড়ে। 'কামেল মানুষরে দোয়া তোমার পক্ষে পাহাড় অই খারাইব'। আনর আলীর মুখখানা ভেসে উঠে মনে। রতনপুর প্রাইমারি স্কুল। হেড মাস্টার সকাল নয়টায় পরীক্ষার ফল ঘোষণা দিবে। ফল ঘোষণার দিন গত বারের মতো সৈয়দ মউলবির ছেলে আব্দুল মতিন সেদিনও স্কুল পালিয়েছে। ললিত দফতরি স্কুলের ঘণ্টা বাজিয়ে সকাল নয়টা বাজার সময় জানিয়ে দেয়। নিজের মনকে বিশ্বাস করাতে পারছে না জাহাঙ্গীর মিয়া। হ্যাঁ, ঠিক। পরিষ্কার অরে লিখাঃ আবদুস সহিদ জাহাঙ্গীর, পিতাঃ মাওলানা মোখলেছুর রহমান। সাং- কালি কীর্তি। পাসের লিস্টে নাম উঠেছে। ফিরোজার মা'র দোয়া কবুল হইছে। হঠাৎ ভারি নরম হয়ে উঠে জাহাঙ্গীর মিয়ার মন। সময়মতো মসজিদে সিন্নি দেবার কথা ভাবে। সমর্থ হলে ফিরোজার মাকে একটা পানের বাটা দেয়ার কথাও মনে আসে তার। ছোট ভাইকে ঘুড়ির নাটাইটা এবার দিয়েই দিবে। কী লাভ? ছোট ভাইটার কোন গুণাগুণ নাই বললেই চলে। না জানে বড়শি দিয়ে বাইলা মাছ ধরতে, না জানে হা ডু ডু খেলতে। দউর, বাপ, ঘুড়ি দিয়ে কাটাকাটি খেলা একবারে সব কিছুতেই অপটু। সারাদিন শুধু বই আর বই। কে জানে বাবা কোন পি-ত হবে। সুবল দাদাকে দিয়ে এবার মনের মতো চুলে ছাঁট দেবে। পরীক্ষার ফল ভাল। এবার বাবা চুলের ছাট ঠিকই মেনে নেবেন।
মনে একটা ধন্দ থেকেই গিয়েছিল জাহাঙ্গীর মিয়ার। অচেনা যে ভয়টা তার মনের মধ্যে ছিল সেই দৃশ্যটা ঠিকই ঘটে গেল একদিন। বাবা ডেকে পাঠালেন কিছু বলবেন বলে।
আনর আলীর সাথে তোমার কোন লেনদেন হইছে নাকি? অপরাধীর মতো কিছুক্ষণ মুখ নিচু করে বসে রইল জাহাঙ্গীর।
জি, হইছে।
পাঁচ জনের চোখে গায়ে মুন্সী বাড়ির একটা সম্মান আছে। তোমার কাজকর্মে এ বাড়ির মান ইজ্জত রাখাই কঠিন হবে দেখি। আনর আলীর সাথে আর যেন তোমার কোন কথাবার্তা না হয়। আনর আলীর পাওনা এক টাকা তাকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।
আনর আলীর কাছ থেকে কোন টাকা হাওলাত করেনি জাহাঙ্গীর মিয়া। তবে কি আনর মিথ্যা বলেই তার বাবার কাছে থেকে এক টাকা চেয়ে নিল? মনের বিষণ্নতা এবং ঘটনার আকস্মিকতা কাটতে সময় লাগলো জাহাঙ্গীর মিয়ার। কোনও সম্মান নেই, কেউ গুরুত্ব দেয় না সংসারে। মনে খুব রাগ হয়। কেবল শাসন আর শাসন। শাদা কিনার পয়সা ছাড়া আর যে কোন লেনদেন নেই আনর আলীর সাথে। সমস্যা যেন ক্রমশই গুরুভার হয়ে উঠতে থাকে জাহাঙ্গীর মিয়ার মনে। বাবাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার সাহসটা পর্যন্ত পাচ্ছে না সে। ভয় হচ্ছে, বলতে গেলেই বাবা বিস্ফোরিত হবেন। প্রচ- রেগে যাবেন। কোন ব্যাপারেই আজ অবধি তার জয় হয়নি। ভালোবাসা না পেলেও দিন চলে যায়। কিন্তু মিথ্যা অপবাদের বোঝা নিয়ে চলা কি মানুষের চলে? শেষ বিচারের দিন যে সামনে আছে। আনর আলী, বড্ড মিথ্যাবাদী লোকটা। ভালো কিছুই ভাবতে চায় না। মনে মনে ভাবে আসলে আনর আলী লোকটা সুবিধার নয়।
সময়ের ব্যবধানে একদিন জাহাঙ্গীর মিয়া চলে যান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সত্তর দশকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা দেশের যুদ্ধ, বাঙালি জাতির বিকাশ- এসব বিষয়ে পরিব্যাপ্ত তার জ্ঞান। কথা বলেন তিনি সহজসরল আটপৌরে ভাষায়, কিন্তু খুব সহজেই স্পর্শ করেন মানুষের মন। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার আর কৃষক তার পটভূমি থেকে যে লোকটি একদিন উঠে দাঁড়িয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন তার ধর্ম মগ্ন স্বভাব গুলোকেই আবার করে তুলেছে বহুস্তর? তাঁর মধ্যে সপ্রাণ হয়ে উঠেছে মানবিক মূল্যবোধ। তাঁর আসল পরিচয় আদর্শের সঙ্গে জীবনের সেতুবন্ধে, ভাবনা আর কর্মের অভিন্নতায় অকপট এক জীবন যাপন করে এসেছেন তিনি। চিন্তার সঙ্গে কাজের সুষম ঐক্যই তার পরিচয়?
প্রায় পঞ্চাশ বছর পরের কথা। আনর আলী সরাসরি চলে এলেন জুতার দোকানে। খোদ জাহাঙ্গীর মিয়ার দোকান- রিপা সু স্টোর।
জাহাঙ্গীর কেমন আছো।
হতবাক হয়ে জাহাঙ্গীর মিয়া চেয়ে রইলেন কতক্ষণ। আরে আনর! আমি ভালো আছি।

তুমি কেমন আছো?
ভালা-ভালা।
কত বছর পরে দেখা! কী মনে করে আইলা?
এক জোড়া জোভার দরকার। মজবুত দেখি এক জোরা জোতা দেও। এই বৃষ্টির দিনে লোদ কাদায় পাও খাই ফালায়। জোতা ছাড়া আর চলন যায় না। দাম একটু কমাই লইয়ো।
আরে কি কও। তোমার লাগি সবসময়ই দাম কম। পরিবার কেমন আছে?
আছে ভালো।
তোমার হাল হকিকত কি?
খারাপ না। খাই লই ভালোই আছি।
বৃদ্ধ আনর জীবনের উপান্তে পৌঁছে গেছেন। বিরল কেশ মাথা। বেশভুষা সাধারণ। উত্তেজনায় হাত পা কাঁপছে। চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। জীবনের এই সময়ে তিনি যেন নানা সঙ্কেত পেয়ে যাচ্ছেন। জীবনের বহু সাধনা, অনেক বিনিদ্র রাত্রি ও বিশ্রামহীন দিন কাটিয়ে অবশেষে তিনি তার অভীষ্টের কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন। পুণ্য কাজের মধ্যেই লুকানো রয়েছে মানুষের মুক্তি। আজ সেই বিশ্বাসেই আনর আলীর পথচলা।
ছোট কালের কথা মনে আছেনি আনর?
আছে, সব মনে আছে।
আমার একটা টাকার কি সুরাহা করলা?
আরে মিয়া এক টাকা কও কেন? এক টাকা এক আনা।
আবার এক আনা আইল কেমনে?
ফিরোজার মার শাদার পৈসা। ঐ পৈসা দি বড়া কিনি খাইছি।
গলায় কাঠিন্য প্রকাশ পেল না।
দু'জনেই উচ্চস্বরে হো-হো করে হেসে উঠলেন।
কিয়ামতের দিন হাক্কা পার হৈবা কেমনে? আমিতো হাক্কার গোড়ায় খাড়ামু। যত পুণ্য কামাই করছ সব তো আমারে দিতে অইব।
আনর আলী ভয়ে ভয়ে চেয়ে দেখে। এ সে শুনছে কী? মেলে না। হিসেব মেলে না। এই সত্তর বছর বয়সের জীবনের অঙ্কে ভুল ধরা পড়ে গেছে। গরিব জীবনের অনেক ব্যাপারেই হেরে যাওয়া মানুষ আনর আলী, কিন্তু মরার পর এই পরাজয়ের বিপুলতা তাকে ভাবিয়ে তোলে।
হঠাৎ গায়ে দেয়া পাঞ্জাবির পকেট থেকে এক টাকা এক আনা শুনে নিল আনর। জাহাঙ্গীর কাছে আও। এই নেও তোমার পাওনা।
তুমি কি পাগল হইছ নাকি আনর?
একটু মশকারা করলাম।
তা আন্দাজ করছি। তবুও এইডা রাখি দেও। কোন দাবি রাইখ না।
আমার মনে কষ্ট পামু। ঠিক আছে একটা পান খাওয়াও। সব দাবি মাফ। কইরে ইয়াসনি যা, রব মিয়ার দোকান অইতে জাহাঙ্গীর মিয়ার লাগি একটা ডাবল পান আনি দে। চুন, সুপারির লগে একটু বাবা জর্দা দিতে কইস। খেয়াল রাখিস যাতে শাহী জর্দা না দেয়। শাহী জর্দায় সুবাস আছে কিন্তু স্বাদ নাই।
হাতে পানটা নিয়ে অভিভূতের মতো বসে রইল জাহাঙ্গীর মিয়া। আজ পঞ্চাশ বছর বাদে নতুন করে বুকটা জ্বালা করে উঠে তার। আজ মশকারা করে কি আঘাতই দিল নাকি আনর আলীর মনে? সারাটা জীবন যে লোকটি মানুষকে নাজেহাল করে ছেড়েছেন তার অস্বস্তিতে তো মানুষের হাঁফ ছাড়ার কথা। কিন্তু সে রকম হলো না। আজ অবশ্য সেদিনের দেনা পাওনার ব্যাপারটা ভাবলে হাসি পায়। এটা নিতান্তই ছোটবেলার এক দুরন্ত স্বভাব বৈকি।
প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে এসে আনর আলীর শরীরের সচলতা সীমিত হয়ে পড়ে। শেষ জীবনের সামান্য সচলতায় লাঠিতে ভর দিয়ে চলা এই ক্ষীণকায় মানুষটি সামান্য হলেও শুধে যেতে চান তার জীবনের কিছুটা ঋণ, পরিপূর্ণ হয়ে থাকতে চান অমিয় প্রাণশক্তি আর চরিত্রগুণে। স্বল্প মানব জীবনের কঠিন পরিসরে আজ আশায় বসে আছেন আনর আলী। শেষ বিচারের দিনে রাজ কাছারির দেউরীতে কোন এক শুদ্ধ চরিত্রগুণের উছিলায় দয়াল মহীয়ান যদি জীবনের সব গুনাহ মাফ করে দেন।

অবহেলা করবেন না

হতাশা নয়, ব্যর্থতা নয়, সফলতা চাই

সৌভাগ্য আকাশ
Fortune Sky

* জ্যোতিষশাস্ত্রের সহায়তা নিন, বিবাহ রেখা, হৃদয় রেখা, আয়ু রেখা, চন্দ্র গ্রহ, রবি, শনি, মঙ্গল, বৃহস্পতি সব গ্রহের শুভ অশুভ প্রভাব, অর্থ-বিত্ত, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিদ্যার্জন, বিদেশ গমন, স্বামী-স্ত্রী সমস্যা, সন্তান ও তার শিক্ষা প্রতিকারের উপায় জেনে নিন। হতাশা নয় সাফল্য আসবেই, ইনশাল্লাহ।

Take good care of your luck

Expert in Numerology, Astrology Palmistry, Horoscope, Tarotscope, selecting the most Lucky Gems.

Ask for Your Career, Finance, Health, Wealth, Love Marriage, Friendship, Family and Children for successful and Propsperous Life.

ব্যক্তিগত সমস্যার পরামর্শ নিন

সৌভাগ্য আকাশ
২৮, বায়তুল মোকাররম ২য় তলা, ঢাকা
০১৭০৫০৬৭২৭৮